# বিশ্বব্যাংক
**তথ্য বিবরণী**

## বাংলাদেশের পানিসম্পদ ঃ চাহিদার আলোকে প্রয়োজন মেটানো

বাংলাদেশের পানিসম্পদ অত্যন্ত মূল্যবাদ কিন্তু অপ্রতুল। এদেশে পানিসম্পদের চাহিদা বেশ প্রতিযোগিতামূলক। কৃষি ও শিল্পের জন্য যেমন পানি দরকার তেমনি স্বাস্থ্য ও জীবনধারণের জন্য পানি অপরিহার্য। পানি ও দারিদ্রতা- এই দু'য়ের সম্পর্কের একটি দিকও রয়েছে। বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি সরকার, বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজের সাথে বিস্তারিত পরামর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জন্য একটি সমন্বিত ***পানি সম্পদ সহায়তা কৌশল*** প্রণয়ণ করেছে এবং এটি নিয়ে এখন সরকারের সাথে আলোচনা চলছে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির **গুনগত মান** ও **পরিমান** উভয় দিকের প্রতি সমান মনযোগ দেয়া প্রয়োজন। **শহর** ও **গ্রাম** উভয় অঞ্চলের দিকে অবশ্যই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তাই এই কৌশলের লক্ষ্য হচ্ছে পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাষণ, কৃষি, মৎস্য চাষ এবং পানিসম্পদের ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন পর্যন্ত পানি সংশ্লিষ্ট সকল প্রধান প্রধান খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও বিনিয়োগ চিহ্নিত করা ও অগ্রাধিকার ঠিক করা। বাংলাদেশের পানিসম্পদ খাতে সরকার ও অন্যান্য আগ্রহী পক্ষগুলো যে গুরুত্ব প্রদান করেছে তাকে আরো জোরদার করা এবং *বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন কৌশল ও জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা*- র আলোকে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় তারা যাতে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হতে পারে তার উপায় বের করা পানি সম্পদ সহায়তা কৌশলের মূল লক্ষ্য। ।

- পানি সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ যেমন আছে তেমনি অপ্রতুল পানি সম্পদের আরো কার্যকর ব্যবস্থাপনা এবং চাহিদার ওপর নির্ভর করে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবহারের অনেক সুযোগ আছে। ***পানি সম্পদ সহায়তা কৌশলে*** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও মানুষের সুষ্ঠ জীবনধারন অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকারমূলক সংস্কার ও বিনিয়োগের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট খাতগুলো হচ্ছে- (ক) গ্রামীণ পানি সম্পদ ও দূষণ ব্যবস্থাপনা ; (খ) পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ; (গ) মৎস্য সম্পদ; (ঘ) সেচ ব্যবস্থা ; (ঙ) অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ; এবং (চ) পানিসম্পদের ব্যবস্থাপনা। **ঢাকায় শহরাঞ্চলে পানির সরবরাহ অপ্রতুল, কারণ এখানকার নদীগুলো ক্রমাগত দূষণের** কারণ হচ্ছে শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিক পরিমান গৃহস্থালী ও শিল্প বর্জ মিশ্রিত পানি নির্গত করছে। ২০১৫ সালে ঢাকা হবে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নগরীগুলোর একটি। ২০০০ সালে ঢাকা মহানগরীর লোকসংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ। আগামী ২০২৫ সালে তা বেড়ে তিন কোটি এবং ২০৫০ সালে পাঁচ কোটি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তখন সব ধরণের নাগরিক সেবা কার্যক্রম এবং অবকাঠামোর ওপর প্রচন্ড চাপ পড়বে। ঢাকায় গৃহকাজ, শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহের যেসব ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে সেগুলোর অধিকাংশই তীব্র চাপের মধ্যে থাকবে। তাই এসব ব্যবস্থার পূনর্বাসন, প্রতিস্থাপন এবং উন্নয়নের জন্য এবং নগরীকে পুরো পানি সরবরাহের আওতায় আনার জন্য বিপুল পরিমান বিনিয়োগ দরকার। পানির দূষণ পানির অভাবকে তিক্ততার পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং দুর্বল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা দূষণের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরীপে দেখা যায়- শহরাঞ্চলে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর শতকরা ১০ ভাগ হয় পরিবেশগত দূষণের কারণে। তাই শহরাঞ্চলে পানি সমস্যার উন্নতির জন্য একটি সমন্বিত কাঠামো দরকার- যা বন্যা নিয়ন্ত্রন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ পানিসম্পদের সাথে পরিবেশ, পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং নগরায়ন নীতিমালাকে সংযুক্ত করবে।

- **অন্যান্য নগরী ও শহরগুলোতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ক্রমাগত জটিল** হয়ে পড়ছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goals) অর্জনে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে ভাল অগ্রগতি ছিল তা দ্রুত নগরায়নের ফলে পানি সরবরাহ অবকাঠামোর ওপর প্রচন্ড চাপের কারণে নষ্ট হতে বসেছে। তাই পানির উৎসগুলোর অধিকাংশ এবং পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন পদ্ধতির ব্যাপক পূনর্বাসন ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। ছোট শহর ও গ্রামীণ জনপদগুলোতে **ব্যাকটেরিয়া ও আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির** ব্যবস্থা করার জন্য পানি সরবরাহ পদ্ধতিতে নতুনত্ব আনতে হবে। গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে এসব সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারের বিভিন মন্ত্রণালয় ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে। নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যাপারে গ্রাহকদের কাছে নীতিনির্ধারক ও

সরবরাহকারী উভয়ের যাতে জবাবদিহিতা থাকে সেজন্য এসব বিষয়ে গ্রাহকদেরকে আরো বেশী করে জ্ঞাত করা এবং সম্পৃক্ত করা দরকার।

- **বাংলাদেশে নদী ও পুকুরের পানি দূষিত হওয়ায় মাছ চাষও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে** এমন একটি সময় যখন দেশে মাছের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান নীতিমালার পরিবর্তন এবং বর্ধিত বিনিয়োগ ছাড়া বদ্ধ পানিতে মাছের চাষ ক্রমাগত কমে যাবে, যার ওপর ভূমিহীন জনগনের জীবনজীবিকা নির্ভরশীল। তাই, নদীর পানির মান ব্যবস্থাপনার (quality management) পাশাপাশি সামাজিক ভিত্তিতে পরিচালিত মৎস্যচাষ, বিল ও জলাশয়গুলো পূনঃউদ্ধারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

- **সেচকাজেও পানির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে**। বর্ধিত শস্য উৎপাদনের জন্য আবাদি জমির পরিমান বেড়ে যাওয়ায় সেচকাজে পানির চাহিদা বেড়ে গেছে। *জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার* আলোকে সরকার সেচ কাজে বর্তমানে ভূ-উপরস্থ পানি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এজন্য বর্তমানে যেসব প্রকল্প রয়েছে সেগুলোর সফলতা সূচনা দেখে মেনে নেয়া যায়- এই পদ্ধতিতে অনেক কম খরচে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

- **বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থা** নদীতে পলি জমে, নদীর প্রবাহ কমে গিয়ে এবং পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর অবনতির ফলে সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এখাত পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দও পায় নি। উপরোক্ত নীতিমালায় এখাতে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নাব্যতা পূনরুদ্ধারে সহায়তা এবং ল্যান্ডিং সুবিধার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে সেবা প্রদানকে শক্তিশালী করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। চূড়ান্তভাবে, দেশের সকল অভ্যন্তরীণ নৌপথকে জাতীয় পরিবহণ নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করবে এমন একটি সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হচ্ছে প্রধান অগ্রাধিকার।

- **তিনটি প্রধান নদীর বদ্বীপ ও ভাটির অঞ্চলে অবস্থানের কারণে** বাংলাদেশ গ্রীষ্মে অতিরিক্ত পানি ও বন্যার কবলে পড়ে। শীতে পানির স্বল্পতা দেখা যায় এবং কার্যতঃ সারা বছর বিশুদ্ধ পানির সংকটে ভোগে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ঘনত্ব, শিল্প বর্জ্য এবং অন্যান্য কারণে পানির ক্রমাগত দূষণের ফলে উপরোক্ত সমস্যাগুলো এখন অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে তীব্র। বন্যা ব্যবস্থাপনা, নদী ভাঙ্গন এবং নিষ্কাশন কাজে বড় বিনিয়োগ দরকার, যদিও বর্তমান অবকাঠামোর কার্যকারিতার দিকেও খেলায় রাখতে হবে। সুনির্দিষ্ট জরীপের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে তথ্য আদান প্রদানের সঠিক ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা দরকার।

***পানি সম্পদ সহায়তা কৌশলে*** পানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের মধ্যে যোগসূত্র চিহ্নিত এবং বিশ্বব্যাংক সংশ্লিষ্টতার জন্য বিভিন্ন মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়। এগুলোর মধ্যে সেচকাজ ও ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর উন্নয়ন, বন্যা ব্যবস্থাপনা ও খরা মোকাবেলা, বিশুদ্ধ পানি ও পানি নিরাপত্তা ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত। বিশ্বব্যাংক প্রতিটি উপ-প্রকল্পে যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছে সেগুলো হচ্ছে ঃ (ক) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো- যার মধ্যে রয়েছে প্রক্রিয়ার সাথে সরকার ও অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব ; (খ) ব্যবস্থাপনার উপকরণসমূহ- যেমন বিভিন্ন পক্ষের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির উপায় সমূহ ; এবং (গ) পানি ব্যবস্থাপনা ও সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতিক ব্যবস্থা-যার মধ্যে আছে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য ইনটেনসিভ ও নীতিমালার সংস্কার পদ্ধতি।

এই রিপোর্টে উল্লেখিত দীর্ঘমেয়াদী স্ট্র্যাটেজিক ভিশনে এখাতে বিশাল বিনিয়োগের ও জটিল পদ্ধতিগত সংস্কারের প্রয়োজনীয় দিকগুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জন্য সরকার, বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতাদের মধ্যে সমন্বয় ও অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার কাজকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে নেয়া হবে।

**জুলাই ২০০৫**

অনুবাদ : অনুপ খাস্তগীর